দৈনিক
ইত্তেফাক

তারিখ 20 NOV 2006
পৃষ্ঠা 20 কলাম 1

ধাওয়া দিলে ছাত্রলীগ নেতা-কর্মীরা দৌড়ে ক্যাম্পাস ত্যাগ করেন -ইত্তেফাক

ক্যাম্পাসে আজ থেকে লাগাতার ধর্মঘট

ঢাবিতে ছাত্রলীগ কর্মীদের ওপর ছাত্রদলের হামলা ॥ আহত ১০

॥ বিশ্ববিদ্যালয় রিপোর্টার ॥

দীর্ঘদিন পর ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ক্যাম্পাসে এসে দ্বিমুখী প্রতিরোধের সম্মুখীন হয় ছাত্রলীগসহ ১৪ দল সমর্থিত ছাত্র সংগ্রাম পরিষদ। প্রায় দুই ঘণ্টা বিশ্ববিদ্যালয়ের ভিসির কার্যালয়ে অবরুদ্ধ থাকার পর বের হয়ে যাওয়ার সময় ছাত্রদল ও ছাত্রলীগের বিদ্রোহী নেতাকর্মীদের দ্বিমুখী হামলায় ছাত্রলীগের সাধারণ সম্পাদকসহ কমপক্ষে ১০ জন নেতা-কর্মী আহত হয়। এ সময় ক্যাম্পাসে কয়েক রাউন্ড গুলি ও বোমার বিস্ফোরণ ঘটে। ছাত্র সংগ্রাম পরিষদ এ ঘটনার জন্য ভিসির পদত্যাগসহ চার দফা দাবিতে আজ সোমবার থেকে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে লাগাতার ছাত্র ধর্মঘটের ঘোষণা দিয়েছে।

গতকাল ভিসি অধ্যাপক ড. এস এম এ ফায়েজ সংগ্রাম পরিষদের নেতৃবৃন্দের সঙ্গে বৈঠকে বসেন। এ সময় বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রলীগের শতাধিক নেতা-কর্মী (১৯শ পৃঃ ৫-এর কঃ দ্রঃ)

ঢাবিতে ছাত্রলীগ

(২০শ পৃঃ পর)

এ আলোচনার সময় ভিসি কার্যালয়ের মূল গেটে অবস্থান নেয়। ছাত্রলীগ ক্যাম্পাসে আসছে এ সংবাদে ছাত্রদলের ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় শাখার সহ-সভাপতি মামুনুর রশিদ ও সাংগঠনিক সম্পাদক ওবায়দুল হক নাসিরের নেতৃত্বে নেতা-কর্মীরা মূলচত্বরে অবস্থান নেয়। প্রশাসনিক ভবনের সামনে ছাত্রলীগ নেতা টিটুকে বেধড়ক মারধর করে জহুরুল হক হলের ছাত্রদল নেতা-কর্মীরা। এর কিছুক্ষণ পর ভিসি কার্যালয়ের সামনে এবং সূর্য সেন হলের সামনে বিকট শব্দে দুটি বোমার বিস্ফোরণ ঘটে। বোমা বিস্ফোরণের পর ছাত্রদল মূলচত্বরে মিছিল শুরু করে। ছাত্রলীগের বিদ্রোহী গ্রুপের নেতা-কর্মীরা (যাদের পদ দেয়া হয়নি) এ সময় মুহসীন হলের মূল গেটে অবস্থান নেয়। ছাত্রলীগের কেন্দ্রীয় ও বিশ্ববিদ্যালয় শাখার কয়েকজন নেতা ভিসির বাসভবনের সামনে এসে দাঁড়ালে ছাত্রদল তাদের ধাওয়া দেয়। এ সময় তারা ২ রাউন্ড গুলি ফোটায়। ভিসির সঙ্গে প্রায় দেড় ঘণ্টা আলোচনা শেষে সংগ্রাম পরিষদের নেতৃবৃন্দ পুলিশের কড়া নিরাপত্তা বেষ্টনির মধ্য দিয়ে যখন ক্যাম্পাস ত্যাগ করছিল, তখন ছাত্রদলের একটি গ্রুপ মূলচত্বরে পরপর তিন রাউন্ড পিস্তলের গুলি বর্ষণ করে। গুলির শব্দ পেয়ে মূলচত্বরের বিভিন্ন জায়গায় অবস্থান নেয়া ছাত্রদল নেতা-কর্মীরা সংগ্রাম পরিষদের নেতা-কর্মীদের ধাওয়া করে। তাদের ধাওয়ায় সংগ্রাম পরিষদের নেতা-কর্মীরা নীলক্ষেতের দিকে দৌড় দেয়। ছাত্রলীগ সাধারণ সম্পাদক মাহফুজুল হায়দার রোটন এ সময় রিকশা নিয়ে দ্রুত চলে যেতে চাইলে মুহসীন হলের মূল গেটে ছাত্রলীগের বিদ্রোহী গ্রুপের তোপের মুখে পড়েন। গতকালের এ ঘটনায় পুরো ক্যাম্পাস জুড়ে আতংক ছড়িয়ে পড়ে। ছাত্র-ছাত্রীরা দিকবিদিক ছোটাছুটি করে নিরাপদ জায়গায় অবস্থান নেয়। কিছুক্ষণের জন্য পুরো ক্যাম্পাস ফাঁকা হয়ে যায়।

এদিকে ভিসি অধ্যাপক এস এম এ ফায়েজ বলেন, ছাত্রলীগের দাবি অনুযায়ী সহাবস্থান নিশ্চিত করার লক্ষ্যে হল প্রভোস্টদের যথাযথ ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য বলা হয়েছে। কোন্ কোন্ নেতা-কর্মী হলে উঠতে পারছে না, তাদের তালিকা চাওয়া হয়েছে।

সংগ্রাম পরিষদের সংবাদ সম্মেলন

গতকাল বিকালে ছাত্র সংগ্রাম পরিষদ কর্নেল তাহের মিলনায়তনে এক সংবাদ সম্মেলনের আয়োজন করে। সংবাদ সম্মেলনে বিশ্ববিদ্যালয় ভিসির পদত্যাগ, ছাত্রদলের অস্ত্রবাজ ক্যাডারদের গ্রেফতার ও অবৈধ অস্ত্র উদ্ধার, ক্যাম্পাসে শিক্ষার পরিবেশ ও গণতান্ত্রিক প্রক্রিয়া নির্বিঘ্ন করা এবং হলে হলে শান্তিপূর্ণ সহাবস্থান নিশ্চিত করার দাবিতে আজ সোমবার থেকে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে লাগাতার ধর্মঘটের ঘোষণা দেয়া হয়। সংবাদ সম্মেলনে বলা হয় ছাত্রদলের হামলায় ছাত্রসংগ্রাম পরিষদের ১৫ জন নেতাকর্মী আহত হয়। এরা হলেন- সাঈদ মুজমদার, শওকত ইসলাম, টিটু, মিরাজ সাঈদ, সাইদ, তৈয়ব, কমল ঘোষ, গৌতম পাল, বিশ্ব, মুরাদ, মোরশেদ, রিয়াজ ও মাইনুল। সংবাদ সম্মেলনে লিখিত বক্তব্য পাঠ করেন সংগ্রাম পরিষদের সমন্বয়ক ছাত্রলীগ সভাপতি মাহমুদ হাসান রিপন। এ সময় ছাত্রলীগ সাধারণ সম্পাদক মাহফুজুল হায়দার রোটন, জাসদ ছাত্রলীগ সভাপতি শরিফুল কবির স্বপন, সাধারণ সম্পাদক আলী হাসান তরুণ, ছাত্রমৈত্রী সভাপতি রফিকুল ইসলাম সুজন, ছাত্র সমিতির মোস্তাক আহমেদ, ছাত্রলীগ নেতা গোলাম সারোয়ার কবির, আমিনুল হক কবির, তাসবিরুল হক অনুসহ সংগ্রাম পরিষদের কেন্দ্রীয় ও বিশ্ববিদ্যালয় শাখার নেতৃবৃন্দ উপস্থিত ছিলেন।